নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়া গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে ১৮ এপ্রিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট-এ সিপিবি-বাসদ-এর মতবিনিময় সভা

'নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সংকুচিত, অন্তবর্তীকালীন ও তত্ত্বাবধায়নমূলক কিছু কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে- এ বিষয়টি উল্লেখ করে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কোন ধরনের সরকারের অধীনে নয়, নির্বাচন হতে হবে 'নির্বাচন কমিশনের' অধীনে। নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট ভাংতে হবে।'

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ জোট আয়োজিত 'নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উত্থাপিত ধারণাপত্রে একথা বলা হয়।

১৮ এপ্রিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট-এর সেমিনার কক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ধারণাপত্র উত্থাপন করেন সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান, বিশিষ্ট কলামিস্ট, সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট গবেষক ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, নাগরিক ঐক্যের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম আকরাম, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজল দেবনাথ প্রমুখ। মতবিনিময় সভা সঞ্চালনা করেন সিপিবি'র সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স।

সভাপতির বক্তব্যে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, আমরা যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করি আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ হবে কি না, ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে কি না, সকল দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে কি না, ভোটকেন্দ্রে প্রেশার গ্রুপ ক্ষমতার প্রতাপে পুলিশের যোগসাজশে তারা অনুপস্থিত থাকবে কি না, ক্ষমতাসীনদের আন্তর্দলীয় কোন্দলে, সংঘাত-সংঘর্ষমুক্ত পরিবেশ থাকবে কি না, নির্বাচন কমিশন শাসন ক্ষমতার প্রভাব মুক্ত থেকে আইনানুগ কার্যক্রম চালাতে ও জনগণের ইচ্ছা সন্তুষ্টিপূরণে সক্ষম হবে কি না, ভোট কেনাবেচার হাট বসবে কি না, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা পূর্বাভিজ্ঞতাজনিত চাপ ও দুঃস্বপ্ন মুক্ত থাকতে পারবেন কি না, ভোটকেন্দ্রে সকল অংশগ্রহণকারী দল ও প্রার্থীর এজেন্ট থাকতে পারবেন কি না, আমলা-প্রশাসনের ওপর বদলি এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ বন্ধ থাকবে কি না, মামলা-গ্রেপ্তারবাণিজ্য চলবে কি না, ক্রসফায়ার, গুমজনিত ভীতিকর পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকবে কি না ইত্যাদি। সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূলে এই প্রশ্নের জবাব শতকরা ৯০ ভাগ নেতিবাচক হবে বলে বলা চলে। সেই অর্থে একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ এখনও রচিত হয়নি। দু-একটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন দিয়ে, এই অবস্থার পরিবর্তন যাচাই-বাচাই সংগত হবে না। প্রার্থীদের হলফনামায় উল্লিখিত সম্পদের হিসাব না দিতে পারলে এবং অসঙ্গতি থাকলে তা বাজেয়াপ্ত ও তাদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, ব্যাংকসহ গোটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা লুটেরাগোষ্ঠীর দখলে। স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। দুর্বৃত্তায়ীত রাজনীতির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনীতি দুর্বৃত্তদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। মানবাধিকার লংঘনে চরম পরিস্থিতি বিদ্যমান, শুধুমাত্র এক দিন রাত আড়াইটা থেকে পরদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত সাড়ে তেরো ঘণ্টায় তিন জেলায় র‍্যাব এবং পুলিশের সঙ্গে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে পাঁচ জন খুন হয়েছে, কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আইন-আদালন, প্রশাসনসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীন কিংবা দলীয়করণের শিকার। পুঁজিবাদী–সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াজুড়ে গণতন্ত্রকে ভোটতন্ত্রে দাঁড় করানো হয়েছে। ভোটতন্ত্রের সেই ভোট করতেও আমাদের শাসকশ্রেণি অপারগ হয়ে পড়েছে। সার্বিক অবস্থার বিবেচনায়, গণসচেতনতা ও গণ-ঐক্যের লক্ষ্যে এবং আপেক্ষিক অর্থে হলেও নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সিপিবি-বাসদ ঐক্য জোটের পক্ষ থেকে আমরা এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছি। পরিস্থিতির মোড় ফেরাতে একটা বিকল্প রাজনৈতিক ঐক্য ও শক্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা এসেছেন এবং আসবেন তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

ধারণাপত্রে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম জাতীয় সংসদে এলাকাভিত্তিক একক প্রতিনিধিত্বে'র বদলে জাতীয়ভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান। তিনি ভোটে দাঁড়ানো ও ভোট দেওয়ার সম-অধিকারের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কারের দাবি জানান। এ জন্য নির্বাচনী টাকার খেলা বন্ধ, প্রচারের সমসুযোগ, সন্ত্রাস, পেশি শক্তির প্রভাব ও দুর্বৃত্তমুক্ত, নির্বাচনে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা অপব্যবহার বন্ধ, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, 'না' ভোট, প্রতিনিধি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা ও কঠোরভাবে নির্বাচনী আচরণবিধি অনুসরণেরও দাবি জানান। তিনি এসব দাবি আদায়ে উপজেলায় পদযাত্রা-সমাবেশ, এরপর জেলায় জেলায় মতবিনিময় সভা ও ঢাকায় কনভেনশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, গণতন্ত্রের শুরু অবাধ নির্বাচন। পার্লামেন্ট বহাল রেখে জাতীয় নির্বাচন হলে তা সুষ্ঠু হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। একদলের নেত্রী ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন অপরদিকে অন্যদল ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন বলছে তফসিল ঘোষণা ছাড়া আমরা কোন পদক্ষেপ নিতে পারছি না। নির্বাচনের আগে সরকারের মসজিদ কমপ্লেক্স, মন্দির নির্মাণসহ নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য এগুলো করা হচ্ছে। নির্বাচনে খরচ করা অর্থের উৎস খতিয়ে দেখা উচিত। তিনি সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সমর্থন করেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনবিহীন গণতন্ত্র ইমিটেশন অলংকারের মতো। আসল অলংকার ও ইমিটেশন অলংকারের মধ্যে যে তফাৎ রয়েছে, কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার—পার্লামেন্ট হয় তাও মূল্যহীন ইমিটেশন অলংকারের মতো। তিনি বলেন, ভালো নির্বাচন করতে হলে ইসিকে গণতন্ত্রমনা ও শক্তিশালী হতে হবে এবং মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, শুধু নির্বাচন কমিশন নয় সকল দলকেও গণতন্ত্রমনা হতে হবে।

পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে কোন আগ্রহ দেখছি না। নির্বাচন, গণতন্ত্র, সংসদ, রাজনীতি নিয়ে বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করছি মানুষের মধ্যে। নির্বাচনের আগে, মাঝে এবং পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে যদি নির্বাচনী আইন সংস্কার করা না হয় তাহলে তা কোন কাজে আসবে না।

অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, ১ ব্যক্তি ১ ভোট এ দাবিতে পাকিস্তান আমলের ২৫টি বছর আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর এখনও আমরা চিন্তিত যে, এ ভোট আমি প্রয়োগ করতে পারব কি না। স্বাধীনতার পর জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা পাল্টালেও রাজনীতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার অতীতের মতো আবারও বিতর্কিত নির্বাচন হলে ভয়াবহ সংকট রোধ করা যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মাসুল শুধু ক্ষমতাসীনদের নয় সকল দেশবাসীকেই দিতে হবে। রাজনৈতিক সমঝোতা ও ঐক্যমত্য ছাড়া শুধুমাত্র শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

এস এম আকরাম বলেন, নির্বাচনের পূর্বে জনগণের মধ্যে ভীতি তৈরি হচ্ছে। সরকার চায় ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে অপরদিকে বিরোধীদল চায় যেকোনভাবে ক্ষমতায় আসতে। জনগণ নিয়ে এদের কারো কোন ভাবনা নেই। আজ রাজনীতিতে দেশপ্রেমিকদের বড় অভাব উল্লেখ করে তিনি বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় করতে হবে।

অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী বলেন, সংস্কার শব্দটিতে সরকার প্রধানের আপত্তি। আগে শ্লোগান দিতাম, আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব, তারপর আমার ভোট আমি দেব, দেখে শুনে বুঝে দেব। আর বর্তমানে দেখছি আমার ভোট আমি দেব, তোমারটাও আমি দেব।

শুভ্রাংশু চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করা যৌক্তিক না। তিনি বলেন, কৃষক, শ্রমিকসহ নির্যাতিত জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

কাজল দেবনাথ বলেন, স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরেও আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুই রয়ে গেলাম। আজ যখন নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অর্থবহ হওয়ার কথা উঠে তখনই বুঝা যায় নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িকতা নির্বাসিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা যেন একটি নিয়ামক বিষয় হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সামাজিক, রাজনৈতিক, সংবিধানে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করতে হবে। এখন নির্বাচন মানে সংখ্যালঘুদের কাছে নির্যাতন, আতঙ্কের নাম।

মতবিনিময় সভায় সিপিবি-বাসদ প্রস্তাবিত নির্বাচন সংস্কারের দাবিসমূহের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করে কিছু সংযোজনী প্রস্তাব করেন।